দৈনিক ইত্তেফাক ৩

তারিখ 27 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের জের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (সাভার) সংবাদদাতা জানান, গত ১৯শে আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রের সংঘ-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সংঘর্ষের জের

(১ম পৃঃ পর)

র্ষের জের এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। ২২ দলীয় ছাত্র জোটের নেতা ও কিছু কর্মী ক্যাম্পাসের বাহিরে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের ক্যাম্পাসে

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

সংঘর্ষের জের

(শেষ পৃঃ পর)

ফিরাইয়া নেওয়ার প্রাথমিক উদ্যোগ কার্যকর হয় নাই। তাহারা চার দফা দাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছে। সেইগুলি হইল, বিলুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের ১২ জনকে বহিষ্কার, প্রক্টরের অপসারণ, ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত এবং সেই দিনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান। অন্যদিকে বিলুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের নেতাদের দাবী হইল, ৫ জন ২২ দলীয় ছাত্রজোট নেতার বহিষ্কার, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা এবং প্রক্টরের অপসারণ দাবী নাকচ। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং ক্যাম্পাসের বাহিরে অবস্থানরত ছাত্রদের ফিরাইয়া নেওয়া ও আপোস আলোচনার জন্য দুইজন সিনিয়র শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ২২ দলীয় ছাত্রজোট নেতৃবৃন্দ তাহাদের প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। তাহারা আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে আরও শর্ত আরোপ করিয়াছে। সেগুলি হইল ত্রিপক্ষীয় কোন আলোচনা হইবে না, আলোচনা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইতে হইবে, তদন্ত কমিটিতে প্রক্টরকে রাখা চলিবে না এবং সকল পরীক্ষা স্থগিত রাখিতে হইবে।

২২ দলীয় ছাত্ররা ৮ দলীয় ও ৭ দলীয় নেতৃবৃন্দ, ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশ, সংগ্রামী ছাত্রজোটের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছে। তাহারা আজ (বৃহস্পতিবার) ৫ দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা এবং বিকাল চার টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এক সমাবেশ আহ্বান করিয়াছে। ২২ দলীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে গত ১৯শে আগষ্টের ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতাকে দায়ী করিয়াছে।

উল্লেখ্য, গত ১৯শে আগষ্ট ২২ দলীয় ছাত্রজোট ও সদ্য বিলুপ্ত জাতীয় ছাত্র সমাজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে ৩টি হলের ৯টি কক্ষের জিনিসপত্রে অগ্নিসংযোগ ও ৭৯টি কক্ষের ক্ষতি সাধিত হয়।